

বলেছেন-সত্য নয় । আপনি সত্য গোপন করে অসত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন-সত্য নয় ।

আসামী মোঃ মাজেদুর রহমান ওরফে মাজেদ, সামছুল

আরোফিন রাফাত, হোসেন মোহাম্মদ তোহা, মোঃ আকাশ হোসেন,

অমিত সাহা, মুহতাসিম ফুয়াদ, মোঃ সাদাত ওরফে এ.এস.এম

নাজমুস সাদাত, মোঃ মোয়াজ ওরফে মোয়াজ আবু হোরাযরা ও

মোঃ মনিরুজ্জামান মনির জেরা ডিক্রাইন ।

পি.ডাব্লিউ-২৮ মোঃ সাইফুল ইসলাম তার জবানবন্দীতে

বলেন যে-ঘটনার তারিখ ০৬/১০/২০১৯ইং । উক্ত তারিখে আমি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এন্ড

ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ১৭ তম ব্যাচ এ লেখাপড়া

করতাম এবং বুয়েটের শেরেবাংলা হলের রুম নং-৪০০৬ এ

ধাকতাম । বিগত ০৬/১০/১৯ইং তারিখে আমি আমার শেরেবাংলা

*Signature*



হলের ৪০০৬ নং রুমে পড়তে ছিলাম। আনুমানিক রাত অনুমান ০৮:০০ টার দিকে সাখাওয়াত অতি আমাকে ফোন দেয় এবং হলের নীচে ১০১১ নং রুমে আমাকে আসতে বলে এবং আরো বলে আমি ও তৌহিদুল ইসলাম রাফি বুয়েটের তিভুমীরে রাতের খাবার খেতে যাওয়ার জন্য এবং আবরার ফাহাদদের ১০১১ নং রুমে যেতে বলে। তারপর আমি নিচে নামি এবং হলের ১০১১ নং রুমে ফাই। তখন আমি ১০১১ নং রুমে গিয়ে দেখি আবরার ফাহাদ ঘুমাচ্ছিল এবং এহতেশামুল রাফি তিনিম আবরার ফাহাদকে ডাকছিল। এহতেশামুল রাফি তিনিম আবরার ফাহাদকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে বলে বড় ভাইয়েরা তাকে ডাকছে। তখন আবরার ফাহাদ প্রশ্ন করে কেন ডাকছে। তখন তিনিম বলে গেলেই বন্ধুতে পারবে। তখন তিনিম এবং নাজমুস সাদাত আবরার ফাহাদকে নিয়ে ১০১১ নং রুম থেকে বেরিয়ে যায়। তারা যাওয়ার সময় আমাকে ও



সাখাওয়াত ইকবাল অভিধে বলে তোদেরকেও ২০১১ নং  
রুমে বড় ভাইয়েরা ডাকে । এরপর আমি ও অভি ওদের সাথে  
যাইনি । এরপর আমি ও সাখাওয়াত ইকবাল অভি রুম থেকে বের  
হয়ে যাই এবং একতলায় হাজারী রুকের সিড়ির কাছে আমাদের  
সাথে শামীম বিল্লাহর সাথে দেখা হয় । শামীম বিল্লাহ বাইকের  
নতুন হেলমেট কিনে আনে তখন আমি ও অভি উক্ত হেলমেটটি  
দেখতে থাকি । এর কিছুক্ষণ পর শাহীন আলম শাওন এসে  
আমাদের সাথে হেলমেট দেখতে থাকে । আনুমানিক ০৫:০০ মিনিট  
সময় আমরা বাইকের হেলমেট দেখতে থাকি । এরপর হোসাইন  
মোহাম্মদ তোহা আমাদের কাছে আসে এবং আমাদের বলে বড়  
ভাইয়েরা আমাদের সকলকে ২০১১ নং রুমে যেতে বলেছে । তখন  
আমি ও অভি ২০১১ নং রুমে যাই । ২০১১ নং রুমে গিয়ে দেখি আবরার  
ফাহাদের রুমের মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছে । আরো দেখি



ফাহাদের দুইটি ফোনের মধ্যে একটি ফোন চেক করতেছে মুজতবা রাফিদ অন্য আরেকটি ফোন চেক করতেছে খন্দকার তাবাককারুল ইসলাম তানভীর ও মনিরুজ্জামান মনির । এর কিছুক্ষণ পরে মুনতাসির আল জেমি আবরার ফাহাদের একটি ল্যাপটপ নিয়ে ২০১১নং রুমে প্রবেশ করে এবং ল্যাপটপটি ইফতি<sup>১</sup> মোশাররফ সকালকে দেয় চেক করার জন্য । এরপরে আসামী সকাল<sup>২</sup> আবরার ফাহাদের ল্যাপটপটি চেক করতে শুরু করে । এর কিছুক্ষণ পরে রুমে প্রবেশ করে গালিব, আবু নওশাদ সাকিব, মাজেদুর রহমান মাজেদ, শামসুল আরোফিন রাফাত, মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম, মুজাহিদুর রহমান মুজাহিদ । যারা ফোন ও ল্যাপটপ চেক করিতেছিল তারা মূলত ফোনের বা ল্যাপটপের ফোন্ডার ব্রাউজারের হিষ্টি, ইউটিউবের হিষ্টি চেক করতে ছিল । তারা বলতে থাকে আবরার ফোনের ভিডিও গুলোতে শিবিরের “বাঁশের



কেজার" পেইজে লাইক দেওয়া । একজন প্রশ্ন করেন তোর ফোনে শিবিরের লোগো কেন? এভাবে ল্যাপটপ ও ফোন চেক করা হতে থাকে । এরপর আনুমানিক রাত ৯:০০-০৯:১৫ মিনিটের দিকে ১৫ ব্যাচের তিনজন প্রবেশ করে, তারা হলো মেহেদী হাসান রবিন, অনিক সরকার, মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন গণ ২০১১ রুমে প্রবেশ করেন । এতক্ষণ যারা ফোন ও ল্যাপটপ চেক করতে ছিল তারা উক্ত ১৫ ব্যাচের তিনজনকে জানায় ফাহাদের সাথে শিবিরের লিংক আপ আছে । এরপর ১৫ ব্যাচের তিনজন ফোন ও ল্যাপটপ চেক করতে শুরু করে । কিছুক্ষণ চেক করার পর মেহেদী হাসান রবিন ফাহাদকে বলে তুই শিবির করিস শিকার কর এবং বুয়েটের কার কার সাথে তোর যোগাযোগ আছে তাদের নাম বল । তখন ফাহাদ বলে আমি শিবির করি না । আমার সাথে কারোর কানেকশন নাই । এভাবে কিছুক্ষণ জেরা চলতে থাকে । এরপর মেহেদী হাসান রবিন



ফাহাদকে চশমা খুলতে বলে এবং রবিন প্রচণ্ড জোরে ৩/৪টা থাপ্পর মারে। এরপর মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন ফাহাদকে চড় মারতে শুরু করে। এরপর ১৫ ব্যাটের একজন ১৭ ব্যাটের একজনকে ২০০৫ নং রুম থেকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প আনতে বলে। এরপর ১৭ ব্যাটের একজন ২০০৫ নং রুম থেকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প নিয়ে ২০১১ নং রুমে প্রবেশ করে। ক্রিকেট স্ট্যাম্প আনলে ইফতি<sup>১</sup> মোশাররফ সকাল ও অনিচ্ছাসরকার আবার ফাহাদকে ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে মারতে শুরু করে। এরপর আমি মনিরুজ্জামান মনিরের কাছ থেকে রাতের খাবারের কথা বলে ২০১১ নং রুম থেকে বের হয়ে যাই আনুমানিক রাত ১০:০০ টার দিকে। এরপর আমি এবং সাখাওয়াত ইকবাল অভি এ্যালিফ্যান্ট রোডের ষ্ট্রীট কাবাবে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য বের হই। এরপর আনুমানিক রাত ১১:০০-১১:৩০ মিনিটের ভিতর আমরা হলের ভিতর ফেরত আসি। এরপর সাখাওয়াত ইকবাল



অতি তার রুমে চলে যায় এবং আমি আমার রুমে চলে আসি ।

আনুমানিক রাত ১১:৩০ মিনিট থেকে আবরার ফাহাদের রুম মেট  
তৌহিদুল ইসলাম রাফিকে মেসেজ দিয়ে আমার ৪০০৬ নং রুমে  
আসতে বলি । এরপর সে আমার রুম নং ৪০০৬ এ আসলে তাকে  
আমি আবরার ফাহাদের কথা বলি । তাকে বলি যে আবরার  
ফাহাদকে ২০১১ নং রুমে ডেকে নিয়ে বড় ভাইয়েরা খুব মারধর  
করতেছে । কিছুক্ষণ কথা বলার পর তৌহিদুল ইসলাম রাফি তার  
রুমে চলে যায় এবং আমি আমার রুমে থাকি । এর কিছুক্ষণ পর  
অর্থাৎ আনুমানিক রাত পৌনে ১২ টার দিকে আমি রাফির রুমে  
অর্থাৎ ১০১১ নং রুমে যাই । রাফির রুমে কিছুক্ষণ থাকার পর  
আমরা হলের বাইরে তিভুমীর হলের সামনে চা খাওয়ার জন্য  
যাই । এরপর আবরার আমরা রুম নং ১০১১তে ফিরে আসি এবং  
০৭/১০/১৯ইং তাং আনুমানিক রাত ১:৩০ মিনিট পর্যন্ত আমরা ০২



(দুই) জন একসাথে থাকি । এরপর আমি আমার রুম চলে যাই  
রাফি তার রুমে থাকে । আনুমানিক রাত ০২:১৫ মিনিটের দিকে  
নিচে নামার জন্য আমি রুম থেকে বের হই । তখন দোতলায়  
মোয়াজ আবু হোৱায়রাকে দেখতে পাই । মোয়াজ আমাকে জানায়  
আবরার ফাহাদের অবস্থা খারাপ । আবরার ফাহাদকে ২০১১ নং  
রুম থেকে ২০০৫ নং রুমে আনা হয়েছে । এরপর আমি ও মোয়াজ  
২০০৫ নং রুমে যাই । ২০০৫ নং রুমে যাওয়ার পর মুনতাসির  
আল জেমি আবরার ফাহাদের একটি শাট আনতে বলে হাসপাতালে  
যাওয়ার জন্য । এরপর আমি ১০১১ নং রুমে যাই এবং আবরার  
ফাহাদের শাট নিয়ে ২০০৫ নং রুমে ফিরে আসি । এরপর মুয়াজ  
আবু হোৱায়রা আবরার ফাহাদকে শাটটি পরিয়ে দেয় । তখন আমি  
২০০৫ নং রুমে আরো দেখতে পাই এহতেশামুল রাবি তানিম,  
মুনতাসির আল জেমি, মাজেদুর রহমান মাজেদ, শামীম বিল্লাহ,



হোসেন মোহাম্মাদ তোহা, মোর্শেদউজ্জামান জিসান ওরফে মন্ডল,  
 খন্দকার ভাবাককরুল ইসলাম তানভীর, মনিরুজ্জামান মনির,  
 মুজাহিদুর রহমান মুজাহিদ, মেহেদী হাসান রবিন, অনিক সরকার,  
 মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন। এরপর আমি মোয়াজ এবং হোরায়া,  
 এহতেশামুল রাবিব তানিম, মাজেদুর রহমান মাজেদ, শামীম  
 বিল্লাহ, হোসাইন মোহাম্মাদ তোহা আবরার ফাহাদকে হাসপাতালে

নেওয়ার জন্য ২০০৫নং রুম থেকে বের হই। একতলা ও  
 দোতলার ল্যান্ডিংয়ে স্থানে আবরার ফাহাদকে নিয়ে আসলে আবরার  
 ফাহাদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তখন আমরা ফাহাদকে সিড়ির ল্যান্ডিং  
 স্থানে নামাই। তখন আমি খেয়াল করি আবরার ফাহাদের হাত-পা  
 ঠাণ্ডা হয়ে আসতেছিল। তখন আমি, মুয়াজ ও আবু হোরাইরা  
 আবরার ফাহাদের হাত ও পা মালিশ করতে থাকি। এর কিছুক্ষণ  
 পর ১৭ ব্যাচের আহনাফ আনসারী ও আরাফাত আমাদের সাথে এসে



যোগ দেয় । তখন কেউ হাত-পা মালিশ করতে থাকে, কেউ বুকে পাঞ্চ করতে থাকে । এরপর আবরার ফাহাদ বলেন আল্লাহ আমাকে মাপ করে দিও । ফাহাদ কালিমা পড়ে এবং এরপর তার মুখ থেকে ফেনা বের হয় । এর ২/৩মিনিট পর ডাক্তার আসে । ডাক্তার এসে চেক করে বলে আবরার ফাহাদ মারা গেছে । এরপর আমি অভির ২০৩ নং রুমে চলে যাই । এরপর অভিকে আমি বলি আবরার ফাহাদ মারা গেছে । এরপর অভিকে সাথে নিয়ে নিচে আসি । এরপর ০৭/১০/১৯ইং তাং আনুমানিক রাত ০৪:২০ মিনিটের দিকে আমি পুলিশ দেখতে পাই । এরপর সকালে জানতে পারি পুলিশ লাশের সুরতহাল গ্রহণ করে লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে । উল্লেখ্য আমি বড় ভাইদের ভয়ে ২০১১ নং রুমে গিয়েছিলাম । ইতোপূর্বে একদিন তাদের কথামত না যাওয়ার কারণে শতকের রুকের ছাদের উপরে গিয়ে ইতফি মোশাররফ সকাল



আমাকে ক্রিকেট ষ্ট্রাম্প দিয়ে ঞ্চড় মারধর করে এবং ঐ দিন আমার বন্ধু অভিকে অমিত সাহা ক্রিকেট ষ্ট্রাম্প দিয়ে মেরে ডান হাত ভেঙ্গে দেয় । অদ্য ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দীতে আমি যাদের নাম বলেছি তাদের মধ্যে সবাই ট্রাইব্যুনালের ডকে সনাক্তকৃত এবং আসামী মুজতবা রাফিদ, মুহাম্মদ মোর্শেদ-উজ-জামান মন্ডল ওরফে জিসান ও এহতেশামুল রাবিব ওরফে তানিম ট্রাইব্যুনালের ডকে নাই । এই আমার জবানবন্দি ।

আসামী মো: মোর্শেদ ওরফে মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম, মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন এবং মেহেদী হাসান রাসেল গণ পক্ষেবর নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌশলির জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে- ভিকটিম আবরার ফাহাদের গুধু খারাপ অবস্থা কখন গুরু হয়েছিল?- আনুমানিক রাত ০২:৩০ মিনিটে । আবরার ফাহাদের আরো খারাপ অবস্থা কখন গুরু হয়েছিল?- সিড়ির ল্যান্ডিং স্থানে । আপনি আবরার



ফাহাদকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজে ছিলেন জন্য আপনি  
 ভিডিও দৃশ্যে ছিলেন-সত্য নয়। আপনি ০৫ মিনিট কথা বলেননি  
 এবং সরাসরি আবরার ফাহাদকে ডেকে নিয়ে গেছেন-সত্য নয়।  
 মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম ও মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন আদৌ ২০১১  
 নং রুমে প্রবেশ করে নাই-সত্য নয়। মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন  
 আদৌ আবরার ফাহাদকে চড় খাঙ্গড় মারে নাই-সত্য নয়।  
 মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন ২০০৫ নং কক্ষে যায় নাই এবং অবস্থান  
 করে নাই-সত্য নয়। আপনি জেনে শুনে সত্য গোপন করে নিজেকে  
 বাঁচিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন-সত্য নয়।

আসামী মো: মাজেদুর রহমান ওরফে মাজেদ ও সামুহুল

আরোফিন রাফাত এবং হোসেন মোহাম্মদ তোহা গণ পক্ষের নিযুক্ত  
 বিজ্ঞ কৌশলির জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে-হলের নিয়মিত ছাত্র  
 হয়েও এবং সিসি টিভির ক্যামেরা কতটুকু ফুটেজ দেয় তা জেনেও



আপনি তা গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন-সত্য নয়। আপনি

সিসি টিভির বিষয়ে সত্য প্রকাশ করলে মামলা ভিন্ন চিত্র আসতো-

সত্য নয়। আপনার বর্ণিত রুমে ০৬/১০/১৯ ও ০৭/১০/১৯ এর

কোন সময় কেহ ২০০৫ থেকে ২০১১ নং রুমে ক্রিকেট স্ট্রাম্প

আনে নাই-সত্য নয়। ক্রিকেট স্ট্রাম্পের আনা নেওয়ার বিষয়টি

আই/ও'র সাথে আলোচনাক্রমে নিরপরাধ নির্দোষ অভিযুক্তদের

জড়ানোর জন্য সৃজিত-সত্য নয়। ০৬/১০/১৯ইং তারিখে তোহা

এসে আমাদের বলে বড় ভাইয়েরা ২০১১ নং রুমে যেতে বলেছে

এমন কথা তোহা বলে নাই-সত্য নয়। মাজেদ ও রাফাত আপনার

কথিত মতে ২০১১ নং রুমে প্রবেশ করে নাই-সত্য নয়। আপনি

আপনার বর্ণিত মতে কথিত সময়ে ২০০৫ নং রুমে মাজেদ ও

তোহাকে দেখেন নাই- সত্য নয়। আপনি আই/ও'র কথামতো

বানোয়াট বর্ণনা অদ্য ট্রাইব্যুনালে দিলেন-সত্য নয়। ০৬/১০/১৯ ও